দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

আজ ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষকসমিতি নির্বাচন ঃ ৪ প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আজ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন। কার্যকর পরিষদের ১৫টি পদে মোট ৬০ জন শিক্ষক চারটি প্যানেলে বিভক্ত হয়ে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

সকাল ১০টা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবনে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১২শ শিক্ষক তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে প্রচারণা বেশ জমে উঠেছে। প্রার্থীরা শিক্ষকদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করছেন। এ

(৮–এর পৃঃ ৮–এর কঃ দ্রঃ)

আজ ঢাকা ভার্সিটি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ব্যাপারে প্রতিটি প্যানেলের পক্ষ থেকেই নির্বাচন পরবর্তী কর্মসূচী তুলে ধরে প্রচার-পত্র বিলি করা হয়েছে। প্রতিটি প্রচার-পত্রেই সন্ত্রাস মুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

নির্বাচনে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের আদর্শে বিশ্বাসী ডঃ জিয়াউস শামস এম এম হক সমর্থিত সাদা প্যানেলের প্রচারপত্রে '৭৩–এর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ রক্ষার দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সাদা গ্রুপের অন্যান্য অঙ্গিকারের মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা, শিক্ষকদের অধিক হারে বৈদেশিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা, গবেষণার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, কম্পিউটার ব্যবহারের পর্যাপ্ত সুযোগ, শিক্ষকদের আবাসিক ও পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধি, গৃহ নির্মাণ ঋণ আদায়ের চেষ্টা এবং দুই হাজার সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটারের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক প্রশাসন পদ্ধতি চালু প্রভৃতি।

এই প্যানেলের সভাপতি পদে ভূগোল বিভাগের প্রফেসর ডঃ জিয়াউস শামস এম এম হক, সহসভাপতি পদে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী প্রফেসর কামরুল আহসান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক পদে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী প্রফেসর মোঃ আমিনুর রহমান মজুমদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর মনিরুল হকের নেতৃত্বাধীন অপর সাদা প্যানেল-টিও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। তবে তারা নিজেদের মৌলবাদ বিরোধী সাদা প্যানেল বলে দাবী করছে। এই প্যানেলের পক্ষ থেকেও নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

এই প্যানেলে সভাপতি পদে মনিরুল হক, সহ সভাপতি পদে আইবিএ'র প্রফেসর ডঃ আনোয়ার হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক পদে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী প্রফেসর নূরুল আমিন বেপারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

পাঁচদলপন্থী ও আওয়ামী বাকশাল বিরোধী 'গোলাপী' প্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল্যবোধ সমুন্নত ও বিশ্ব-বিদ্যালয় অধ্যাদেশ অক্ষুণ্ন রাখাসহ অন্যান্য প্রায় একই ধরনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

এই প্যানেলে সভাপতি পদে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ সৈয়দ হামিদউজ্জামান, সহসভাপতি পদে প্রাণি-বিদ্যা বিভাগের প্রফেসর আবু তৈয়ব আবু আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক পদে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী প্রফেসর ডঃ এ এইচ এম আমিনুর রহমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

গোলাপী প্যানেলের অনুরূপ প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল অনিয়ম অবসানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে আওয়ামী বাকশালপন্থী নীল প্যানেলের পক্ষ থেকে। এই প্যানেলের সভাপতি পদে প্রাণিবিদ্যার বিভাগের প্রফেসর ডঃ মোঃ শাহাদৎ আলী, সহসভাপতি পদে ভূগোল বিভাগের প্রফেসর খন্দকার নিজাম উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক পদে গনযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী প্রফেসর ডঃ আ, আ, ম, স আরেফিন সিদ্দিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।